E-CONTENT PREPARED BY

Smt Kamalica Mukherjee

Assistant Professor

Department of History

Durgapur Government College, Durgapur, West Bengal

(*Affiliated to Kazi Nazrul University, Asansol, West Bengal*)

NAAC Accredited "A" Grade College

(Recognized under Section 2(f) and 12(B) of UGC Act 1956)

E-Content prepared for students of

B.A. Honours (Semester-II)

in 2020

Name of Course: Political History of Early Medieval India

Topic of the E-Content

ত্রিশক্তি দ্বন্দ্বও তার ফলাফল

ধর্মপালের সিংহাসনে বসার সময় উত্তর ভারতে রাজনৈতিক আধিপত্য নিয়ে ত্রিশক্তি দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়। এই তিন শক্তি ছিল বাংলার পাল, পশ্চিম ভারতের প্রতিহার এবং দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূট শক্তি। মালব ও রাজপুতানা থেকে প্রতিহার শক্তি পূর্ব দিকে রাজ্য বিস্তার করে কনৌজ অধিকার করার চেষ্টা করে। পূর্ব ভারত বা মগধ থেকে ধর্মপাল প্রতিহার শক্তিকে দমিয়ে কনৌজ নিজ অধিকারে রাখার চেষ্টা করেন। এদিকে দক্ষিণ ভারত থেকে রাষ্ট্রকূট শক্তি এসে পাল ও প্রতিহারকে পারাস্ত করে কনৌজে আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করে। এইভাবে পাল-প্রতিহার-রাষ্ট্রকূট এই ত্রিশক্তি দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়।

এই ত্রিপাক্ষিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মূলে ছিল মধ্যদেশ বা উত্তরপ্রদেশ বিশেষত কনৌজের ওপর আধিপত্য স্থাপন। কনৌজ গুপ্তযুগ থেকেই নগরী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেছিল। তবে হর্ষবর্ধন কনৌজে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করার সঙ্গে সঙ্গে কনৌজের রাজনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। হর্ষবর্ধনের পর যশোবর্মন নামে জনৈক মৌখরী বংশীয় রাজা কনৌজের মর্যাদা আরো বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

হর্ষবর্ধন-পরবর্তী যুগে সাম্রাজ্যবাদী রাজাদের লক্ষ্য ছিল উত্তর ভারতে আধিপত্য স্থাপন বা ‘সকলোত্তরপথনাথ’ হওয়া। অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে কনৌজকেই উত্তর ভারতের বা আর্যাবর্তের প্রধান শাসনকেন্দ্র বা রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু বলে বিবেচনা করা হত। কনৌজের রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর উত্তর ভারতের রাজনৈতিক আধিপত্যের কেন্দ্রভূমি কনৌজে যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে এক রাজনৈতিক শূন্যতা দেখা দিয়েছিল। সেই আমলের কনৌজের রাজনৈতিক গুরুত্ব ছাড়াও অর্থনৈতিক গুরুত্ব কম ছিল না। কনৌজে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অর্থ ছিল গাঙ্গেয় উপত্যকার ওপর অধিকার স্থাপন। অর্থাৎ কনৌজ যার দখলে থাকবে বিস্তীর্ণ গাঙ্গেয় উপত্যকার উর্বরভূমি এবং তা এবং তা থেকে আহূত সম্পদের মালিকও তিনিই হবেন। কনৌজ ছিল একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র। এইসব কারণে যশোবর্মনের পরবর্তী ভারতীয় রাজাদের প্রধান লক্ষ্যই ছিল কনৌজ অধিকার করা।

ত্রিশক্তি দ্বন্দ্বের বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তিনটি শক্তিই ছিল প্রান্তিক বা প্রান্তসীমার; তিনটি শক্তির লক্ষ্য ছিল মধ্যদেশ বা উত্তরপ্রদেশ বিশেষতঃ কনৌজ অধিকার করা। কারণ অষ্টম ও নবম খ্রিঃ হর্ষের রাজধানী কনৌজকেই ভারতের প্রধান শাসনকেন্দ্র বলে মনে করা হত। কনৌজরাজ যশোবর্মণের মৃত্যুর পর সেখানে আয়ুধ বংশীয় রাজাগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অষ্টম ও নবম শতকের রাজবংশগুলির কাছে কনৌজ বা মহোদয়-শ্রীর ওপর অধিকার ছিল মর্যাদা ও সার্বভৌমত্ব লাভের মানদন্ড। উত্তর ভারতে কনৌজের আধিপত্য নিয়ে পূর্বাঞ্চলের পাল ও পশ্চিম অঞ্চলের প্রতিহারের পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্বাভাবিক হলেও, দক্ষিণ থেকে রাষ্ট্রকূট তাতে যোগ দিয়ে এই দ্বন্দ্বকে ত্রিকোণ দ্বন্দ্বে পরিণত করে। সম্ভবতঃ রাষ্ট্রকূট শক্তি মনে করতো যে, উত্তর ভারতে পাল বা প্রতিহার য কোন একক শক্তির প্রাধান্য স্থাপিত

হলে তারা পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে রাষ্ট্রকূটকে আক্রমণ করবে। ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সরকার এই সময়কার কনৌজ অধিকারকে কেন্দ্র করে যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়, তাকে ত্রি-শক্তি দ্বন্দ্ব না বলে চতুঃশক্তির সংঘাত বলে মনে করেন। তিনি বলেছেন যে, এই সংঘাতে আয়ুধ বংশের অংশ গ্রহণকেও অর্ন্তভুক্ত করা উচিত। আয়ুধদের ক্ষুদ্র শক্তি বলে গুরুত্ব না দিলে ভুল হবে।

ধর্মপাল মগধ জয় করে, দোয়াবের এলাহাবাদ বা প্রয়াগ পর্যন্ত গঙ্গার উপকূল ধরে অধিকার বিস্তার করলে বৎসরাজ প্রতিহার তাকে বাধা দিতে দোয়াবে এগিয়ে আসেন। এই যুদ্ধে ধর্মপাল পরাস্ত হন। বৎসরাজ কনৌজে তার প্রতিনিধি ইন্দ্রায়ুধকে স্থাপন করেন। এই সময় উত্তর ভারতীয় রাজনীতিতে দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটদের আর্বিভাব ঘটে। রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব বৎসরাজ প্রতিহারকে বাধা দিতে অগ্রসর হন। বৎসরাজ তার বিজয় স্থায়ী করার আগেই দক্ষিণের রাষ্ট্রকূট রাজা ধ্রুব, বৎসরাজকে পরাস্ত করেন। ধ্রুব এরপর ধর্মপালকে পরাস্ত করেন। কিন্তু এই জয় স্থায়ী হয়নি। ধ্রুব নিজ রাজ্য থেকে বেশিদিন দূরে থাকতে না পেরে দক্ষিণে ফিরে যান। এই শক্তিশূন্যতার সুযোগে ধর্মপাল তার হৃতশক্তি পুনঃপ্রতিষ্টা করেন। তিনি ইন্দ্রায়ুধকে বিতাড়িত করে, চক্রায়ুধকে সামন্তরাজা হিসেবে প্রতিষ্টা করেন।

ধর্মপালের রাজত্বের শেষ দিকে, প্রতিহার বৎসরাজের পুত্র দ্বিতীয় নাগভট্ট, ধর্মপালের সামন্ত ও প্রতিনিধি চক্রায়ুধকে বিতাড়িত করেন। কনৌজ পুনরুদ্ধারের জন্য ধর্মপাল এগিয়ে যান। প্রতিহার রাজাদের গোয়ালিয়র লিপি থেকে জানা যায় যে, এই যুদ্ধে ধর্মপাল পরাস্ত হন। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রকূট শক্তি দক্ষিণ থেকে আক্রমণ চালায়। বুন্দেলখন্ডের যুদ্ধে রাষ্ট্রকূট তৃতীয় গোবিন্দ, দ্বিতীয় নাগভট্ট প্রতিহারকে পরাস্ত করেন। অন্যদিকে ধর্মপাল রাষ্ট্রকূট তৃতীয় গোবিন্দের কাছে স্বেচ্ছায় বশ্যতা জানান। কিন্তু তৃতীয় গোবিন্দ জয়লাভের পরেই দাক্ষিণাত্যে ফিরে যান। এই সুযোগে ধর্মপাল তার লুপ্ত ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

ধর্মপালের পুত্র দেবপালের সময় প্রতিহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন রামভদ্র প্রতিহার। দেবপাল তাকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করলে কিছুদিন প্রতিহার শক্তি নিস্তেজ হয়ে পড়ে। পরে প্রতিহার সিংহাসনে প্রথম ভোজ বা মিহির ভোজ বসলে পুনরায় পাল-প্রতিহার দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়। সম্ভবতঃ প্রথম দিকে ভোজ জয়লাভ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি দেবপালের কাছে পরাস্ত হন। ইতিমধ্যে দেবপালের মৃত্যু হলে পাল শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। দক্ষিণের রাষ্ট্রকূট শক্তি পূর্ব চালুক্যদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে ব্যস্ত থাকে। এই সুযোগে প্রথম ভোজ কনৌজ জয় করার চেষ্টা করেন। তিনি পাল শক্তিকে বিধ্বস্ত করে কনৌজ অধিকার করেন। তিনি রাষ্ট্রকূট দ্বিতীয় কৃষ্ণকে পরাস্ত করেন। রাষ্ট্রকূট দ্বিতীয় কৃষ্ণ ভোজকে পুনরায় বাধা দিলে উজ্জয়িনীর যুদ্ধে ভোজ রাষ্ট্রকূট শক্তিকে প্রতিহত করেন।

ভোজের পর প্রতিহার মহেন্দ্রপাল (৮৫৫-৯১০খ্রিঃ) তার প্রতিদ্বন্দ্বী পাল শক্তিকে পরাস্ত করে মগধ ও উত্তর বাংলার কিছু অংশ অধিকার করেন। তিনি পাল-প্রতিহার দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে পাল শক্তিকে কোণঠাসা করে ফেলেন। কনৌজের ওপর প্রতিহার শক্তির অপ্রতিহত অধিকার স্থাপিত হয়। প্রতিহার মহীপালের রাজত্বকালে (৯১২-৯৪৪খ্রিঃ) পুনরায় প্রতিহার-রাষ্ট্রকূট দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়। রাষ্ট্রকূট রাজা তৃতীয় ইন্দ্র মহীপাল প্রতিহারকে পরাস্ত করে প্রতিহার রাজধানী কনৌজ বিধ্বস্ত করেন। রাষ্ট্রকূট রাজা তৃতীয় ইন্দ্র মহীপাল প্রতিহারকে পরাস্ত করে প্রতিহার রাজধানী কনৌজ বিধ্বস্ত করেন। রাষ্ট্রকূট আক্রমণে প্রতিহার সাম্রাজ্যের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। পরবর্তী রাষ্ট্রকূট রাজা তৃতীয় কৃষ্ণ কালাঞ্জর, চিত্রকূট বা চিতোর ৯৪০খ্রিঃ অধিকার করেন। মহীপালের পর দেবপাল, বিজয়পাল প্রভৃতি সীমিত ক্ষমতা নিয়ে প্রতিহার সিংহাসনে বসেন। ইতিমধ্যে প্রতিহার সাম্রাজ্য ভেঙে পড়তে থাকে। দশম শতকে রাজ্যপাল প্রতিহার যখন সিংহাসনে ছিলেন, তখন রাজ্যপাল তুর্কী আক্রমণের বিরুদ্ধে বাধাদানের চেষ্টা করেন। ১০১৮খ্রিঃ সুলতান মামুদ কনৌজে রাজ্যপালের রাজধানী লুণ্ঠন করেন।

কনৌজ অধিকার করা নিয়ে পাল-প্রতিহার-রাষ্ট্রকূট যে পারস্পরিক সংঘর্ষ চলেছিল তার পরিণতিতে তিনটি রাজ্য সামরিক দিক দিয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। যুদ্ধের খরচ বেড়ে যাওয়ায় প্রতিটি রাজ্যেই অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছিল। যুদ্ধের বিপুল খরচা চালানোর জন্য প্রতিটি রাজ্যই রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে অতিরিক্ত চাপ দিয়েছিল। যার ফলে জনগণের ওপর রাজস্বের বোঝা বেড়েছিল। কনৌজ অধিকারের সংগ্রামে সবসময় ব্যস্ত থাকার ফলে পাল-প্রতিহার-রাষ্ট্রাকূট রাজারা নিজ নিজ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসনের দিকটা অবহেলা করেছিলেন। এর ফলে কেবল শাসনব্যবস্থায় দুর্বল হয়ে পড়েনি, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি মাথচাড়া দিয়ে ওঠেছিল। সামন্তরাজারা স্বাধীনতাকামী হয়ে ওঠেছিলেন। পাল শাসনের দুর্বলতার জন্যই কৈবর্ত বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। ক্রমাগত যুদ্ধ ও সামন্ত রাজাদের বিদ্রোহে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বিদেশি অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। আত্মক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত তিনটি রাজ্যের একই সময়ে এবং একই কারণে পতন ঘটেছিল।

Kabul R.
ARABS OF MULTAN
Jhelum R.
Chenab R.
Ravi R.
Beas R.
Sutlej R.
Indus R.
Indraprastha
Kannauj
HIMALAYAN RANG
ARABS OF MANSURAH
GURJARA-PRATIHARAS
Brahmaputra R.
Prayaga
Benaras
Paharpur
PALAS
RASHTRAKUTAS
Manyakheta
Kaveri R
Indicate altering borders